BENGALI SPELLING BOOK

জ্ঞানারুণোদয়ঃ।

অর্থাৎ

বালক শিক্ষার্থে প্রথম সহজ উত্তরোত্তর কঠিন

পাঠযুক্ত

বঙ্গভাষার বর্ণমালা।

CALCUTTA:

PRINTED FOR THE CALCUTTA CHRISTIAN SCHOOL-BOOK SOCIETY, AND
SOLD AT ITS DEPOSITORY, MESSRS G. C. [illegible]AY AND CO.
NO. 56½ CUSSITULLAH.
1875.

4th. Edition, 2500 copies.

জ্ঞানারুণোদয়ঃ।

১ পাঠ।

বর্ণমালা।

ক খ গ ঘ ঙ।
চ ছ জ ঝ ঞ।
ট ঠ ড ঢ ণ।
ত থ দ ধ ন।
প ফ ব ভ ম।
য র ল ব শ
ষ স হ ক্ষ।

হলযুক্ত স্বরাকার।

া ি ী ু ূ ৃ

ে ৈ ো ৌ

৩ পাঠ।

া ি ী কারাভ্যাসার্থ পাঠ।

কা, ছা, টা, থা, পা, রা, লা, বা, শা, হা।

গি, ঘি, চি, জি, ঠি, ডি, দি, ধি, নি, মি।

খী, কী, ঠী, ডী, লী, বী, ভী, রী, সী, ক্ষী।

মাতা পিতার সমাদর করা উচিত। কারণ তাহারা যতন করিয়া বালক রক্ষা করেন। ভাই আর ভগিনীর সহিত বিবাদ করিও না। কারণ যখন বিপদ সময় হয় তখন তাহারা বড় উপকারক।

পড়সী জনার অহিত ও ক্ষতি করিও না। কারণ অহিতকারি জন নরকগামী হয়। অলস হইও না।

অত্যাচার করিও না। যাহা বপন করিবা তাহা কাটিবা। রাজার আদর কর, কারণ তিনি নররক্ষক ও পালক। রাজার উপর আর এক পরম রাজা বিরাজমান। তিনি অমর; আর আর রাজা সকল মৃত্যু কালীন নয়, এই কারণ উহার অধিক ভজনা ও আরাধনা করা উচিত; আর অতিশয় ভয় করা উচিত। কারণ তিনি সবাকার ভাবনা অবগত হন, আর তিনি পাপি ও কপটি জনার কঠিন শাসনকারী।

---

৪ পাঠ।

ফলাভ্যাসার্থ পাঠ।

কৃ, চৃ, টৃ, তৃ, পৃ, যৃ, । খৃ, ছৃ, ঠৃ, থৃ, ফৃ, ব়ৃ।
গৃ, ঠৃ, ডৃ, দৃ, বৃ, লৃ। দৃ, গৃ, চৃ, তৃ, পৃ, লৃ।

ঐ পরম রাজা পৃথিবীর সৃজনকারী। পৃথিবীর চারি ভাগ। একটার নাম ইউরপ; ওথাকার মানুষ বিলাতীয় বলা যায়।

আর একটার নাম আশিয়া। তথায় আমরা সকল বাস করি আর এথায় চিন জাতি ও পারস জাতির বসতি।

পরে তিনি বলিলেন আলো হউক। তাহাতে আলো হইল। এই মতে প্রভুর অসীম ক্ষমতাতে আলো সৃজন হইল।

পরে তিনি জলকে দুই ভাগ করিলেন। এক ভাগ আকাশে উঠিল, তাহাতে মেঘ হইল, আর ভাগ নীচে থাকিল।

তাহার পরে তিনি নীচের জলসকল জড় করিলেন। তাহাতে এক দিগে মহাসাগর হইল আর দিগে ভূমি দেখা গেল।

অপর তিনি বলিলেন, ভূমিতে তৃণ ও বৃক্ষ হউক। এই কথা কহিলে তখনই তৃণ ও বৃক্ষ হইল।

অপর তিনি আকাশেতে দুই বড় আলোক সৃজন করিলেন। একটা আলোক দিনের কারণ হইল আর এক আলোক নিশার কারণ হইল। আর তিনি তারাগণও সৃজন করিলেন।

পরে তিনি জলে থাকিবার কারণ নানা জাতীয় মাছ ও আকাশে উড়িবার কারণ নানা জাতীয় পক্ষি সৃজন করিলেন।

তাহার পরে তিনি পৃথিবীর মাটি লইয়া হাতী ও ঘোড়া ও উট ও গোরু ও মেষ ও ছাগল ও কুকুর ও বিড়াল ও বাঘ ও শিয়ালাদি নানা জাতীয় জীব সৃজন করিলেন। অবশেষে পরমেশ মানুষকেও সৃজিলেন। আর তাহাকে বলিলেন তুমি পৃথিবী আর তাহাতে যত জীব আছে সকলের উপর রাজা হও। এই মতে ছয় দিনে পৃথিবীর সৃজন হইল।

পাঠ।

কতিপয় বিশেষ চিহ্ন।

ঃ বিসর্গ; ং অনুস্বর; ঁ চন্দ্রবিন্দু।
ৎ খণ্ডত; ্ হল; ২ দ্বিরুক্তি।

অভ্যাসার্থ পাঠ।

অন্তঃপূর্ণ, মনঃপীড়া। এবং, বংশ, সংক্ষেপ; বাঁশ, দাঁড়, ঝাঁড়। তাবৎ, জগৎ, সৎ। ঘট্, পট্, রাম্। শত২ লোক, বারি২ বলি।

মূসার বিবরণ।

যাকুব বংশজাত ইব্রী লোক অনেক বৎসর মিসর দেশে বাস করিল। আর সেখানে তাহাদের বংশ এমন বাড়িতে লাগিল, যে তথাকার ফিরৌণ নামক ভূপতি ভয় পাইয়া পাছে তাহারা বল করিয়া আমার সহিত বিবাদ করে ও আমাকে তাড়াইয়া দেয় এ আপনারা দেশ অধিকার করে এই কারণে তিনি এই হুকুম আদেশ করিলেন যে যাকুব বংশীয় তাবৎ নবজাত বালক জলে ফেলিতে হইবে, বালিকা কেবল বাঁচিয়া থাকিবে।

অতঃপর সেই বংশীয় এক মানুষ এক নারীকে বিবাহ করিলে সেই নারীর এক বালক হইল। সে বালক দেখিতে ভাল ও তাহার মাতা তাহাকে

ভাল বাসিত। এই হেতুক সে তাহাকে জলে ফেলিয়া না দিয়া আপন ঘরের ভিতরে লুকাইল। তিন মাস পরে বালক কিছু বড় হইলে, আর বার২ চীৎকার করিলে তাহার মাবাপ তাহাকে আর গোপন করিয়া রাখিতে পারিল না, কেনন। তাহারা ভাবিল রাজার অনুচরগণ যদি জানিয়া দেখে, যে আমরা নরপতির আদেশ মানিলাম না, তবে তাহারা আমাদিগকে, ও আমাদের বালককেও সংহার করিবে। এই কারণে তাহারা বেতের একটা পেটারা বানাইল আর ভিতরে বাহিরে জল নিবারণের কারণ আলকাতরা লেপিয়া দিল। তৎপরে আপনারা বালককে তাহাতে পোরাইয়া জলে ভাসাইয়া দিল। আর তাহাদের এক বালিকা ছিল, সে অতি ভাবিত হইয়া পিছে২ গিয়া জানিতে চাহিল যে আমার ছোট ভাইর কি২ হয়। যাইতে২ দেখিল, রাজকুমারী দাসীগণের সহিত নদীতে অবগাহন করিতে আসিতেছেন আর সেই পেটারা বালককে লইয়া তাহাদের কাছ দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কিছু ক্ষণ পরে রাজকুমারী তাহা দেখিয়া আপন দাসী দিগকে বলিলেন, দেখ২ ঐ কি? একটা পেটারা ছোট নৌকার মত জলে ভাসিয়া যাইতেছে। যাও, ঐ পেটারা তুলিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে এক দাসী গিয়া সে পেটারা লইয়া রাজকুমারীর কাছে আনিল। তিনি তাহার ঢাকনী খুলিয়া দেখিলেন একটী ছোট বালক তাহাতে শুইয়া কাঁদিতেছে, তখন রাজকুমারীর মনে দয়া হইবাতে তিনি বলিলেন, এই দেখ, আমার পিতা

যে যিহুদী লোকদের বালকদিগকে জলে ফেলিয়া দিতে বলিয়াছেন তাহাদের এক বালক এই; আমি তাহাকে জলে ডুবিয়া মরিতে দিব না। আমি তাহাকে রাখিব ও পালিব ও সে আমার বালক হইবে। তখন ঐ বালকের বড় ভগিনী দূরে দাঁড়াইয়াছিল। রাজকুমারীর এই দয়ার কথা শুনিয়া সে ভরসা পাইয়া কাছে আসিয়া বলিল, হে রাজকুমারি, আমি কি গিয়া এই বালককে দুধ খাওয়াইতে কোন এক নারীকে ডাকিয়া আনিব। তিনি বলিলেন, যাও। তখন তাহার ভগিনী গিয়া আপনার মাতাকে ডাকিল। রাজকুমারী তাহাকে বলিল তুমি এই বালক লইয়া আমার কারণ তাহাকে দুধ দেও আর আমি তোমাকে উচিত বেতন দিব, যেহেতুক তিনি জানিলেন না যে ঐ নারী বালকের মাতা। আর তিনি সেই বালকের নাম মূসা রাখিলেন কেননা মিসর দেশীয় ভাষাতে এই কথার ভাব জলহইতে তোলা। পরে মূসা রাজধানীতে নীত হইয়া সেখানে পালিত হইল ও মানুষ হইয়া উঠিল আর অনেক লেখা পড়া করিয়া সকল বিষয়ে নিপুণ হইল।

৭ পাঠ।

্য ফলা।

অভ্যাসার্থ পাঠ।

নিত্য২ সত্য বাক্য ব্যাখ্যা কর। মিথ্যা উপাখ্যানে মনুষ্যগণের অধিক ব্যাঘাত হইতে পারে। শাখ্য, মধ্য, জন্য, কন্যা, মান্য, অন্যান্য।

নীতিশিক্ষা।

মুসা মানুষ হইলে পর সে য়িহূদী লোকদিগকে ফিরৌণ রাজার হাতহইতে রক্ষা করিল, ও মিসর দেশহইতে বাহির করিয়া শীনয় নামক অরণ্যের মধ্যে লইয়া গেল। সেই অরণ্যের মধ্যে একটা বৃহৎ গিরি আছে। তাহারা সেই গিরির নিকটে আইলে পর জগদীশ অসংখ্য দিব্য দূতগণেরসহিত তাহাতে নামিলেন ও মূসা গিরি আরোহণ করিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিল। জগদীশ তাহার কাছে এই ২ নীতিশিক্ষা ব্যাখ্যা করিলেন।

আমা বিনা তোমরা অন্য কোন দেব কি দেবীকে মান্যমান করিবা না

কোন পাথর কি কাঠ কি মাটি কি মৎস্য কি পক্ষী

কি কীট কি গো কি মেষ কি তারা কি চাঁদ কি ভানু কি নর কি নারী হউক, তোমরা কখন এই সকলের আকার বানাইয়া কি ছবি লিখিয়া আরাধনা করিবা না।

তোমরা আমার নাম অকারণে লইবা না, কারণ যে মনুষ্য আমার নাম অকারণে লয়, তাহার শাস্তা আমি দিব।

সাবথ দিনকে মানিও। তুমি ছয় দিন সাংসারিক বিষয় সকল সাধন করিবা আর ছয় দিনের পর যে দিন সে সাবথ দিন, তাহাতে তুমি কি তোমার বালক কি তোমার কন্যা কি তোমার দাস কি তোমার দাসী কি তোমার ঘোড়া কি তোমার গাধা কি তোমার বলদ কি তোমার ঘরে নিবাসী বিদেশী কেহ কখন কোন কায করিবে না।

তোমরা আপন২ পিতা ও আপন২ মাতার আদর করিবা, তাহা করিলে তোমরা অনেক দিন দেশের মধ্যে কুশলে বাস করিতে পারিবা।

তোমরা নরহত্যা করিবা না।

তোমরা পরদার করিবা না।

তোমরা চুরি করিবা না।

তোমরা পরের বিপরীতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবা না। পরের ঘর কি তাহার গৃহিণী কি তাহার দাস কি তাহার দাসী কি তাহার বলদ কি তাহার গাধা কি তাহার যে কিছু আছে কখন তাহা পাইবার জন্যে তোমরা লোভ করিবা না।

৮ পাঠ।

রফলা এবং রেফ্।

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

অগ্র, ঘ্রাণ, ক্ষুদ্র, ভদ্র, বিপ্র, প্রবেশ, ব্রজ, ভ্রম, নম্র, অর্ক, অর্চন, ব্যর্থ, সমর্পণ, বর্ষ, কর্ণ, অর্থ, সর্প, অর্ণব;

অমালেকের সহিত রণ।

যিহূদী লোকেরা সীনয় অরণ্যহইতে প্রয়াণ করিলে পর অমালেক রাজার দেশে আইল। সে রাজা তাহাদের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া আপনার সৈন্যগণ লইয়া তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে গেল। অমালেক রাজা অতি বলবান্ ও তাহার সেনা সকল রণবিদ্যা ভাল জানিত। যিহূদী লোক বালক কালাবধি মিসর দেশে থাকিয়া ফিরৌণ রাজার দাস হইয়াছিল। তাহারা কখন রণশিক্ষা করে না ও তাহাদের বড় সাহস ও ছিল না। তথাপি তাহারা অন্য২ জাতি অপেক্ষা বলবান্, কেননা প্রভু জগতের রাজা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের সহায় ছিলেন। এই জন্যে মূসা বৈরিগণকে দেখিয়া নির্ভয়ে আপন সেবক যিহো-

শূয়কে বলিল, যে তুমি সৈন্যগণ লইয়া অমালেকের সহিত রণ করিতে অগ্রসর হও। যিহোশূয় মূসার কথা মানিয়া সেই মত করিল। ইতিমধ্যে মূসা আপন ভ্রাতা হারোণের সহিত দূরে থাকিয়া দুই পক্ষের সংগ্রাম দেখিবার জন্য ও আপন প্রিয় যিহূদী লোকদের জন্যে প্রার্থনা করিবার কারণ এক গিরির উপরে আরোহণ করিল। অপর এমত হইল যে, যতক্ষণ হাত তুলিয়া প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিল, ততক্ষণ যিহূদী লোকেরা জয়ী হইল। আর যখন তাহার হাত অবশ হইয়া নামিয়া পড়িল এবং প্রার্থনার শেষ করিল, তখন যিহূদী লোক হটিয়া গেল। তাহা দেখিয়া তাহার ভাই হারোণ এক বৃহৎ পাথর লইয়া বসাইয়া তাহাকে বসাইয়া তাহার হাত ধরিল। তাহাতে মূসা ভাইর হাতে নির্ভর দিয়া অনবরত প্রার্থনা করাতে যিহূদী লোকেরা প্রবল হইয়া অমালেকের সৈন্যগণকে দমন করিয়া তাড়াইয়া দিল, পরে জয় ২ করিয়া আপন ছাউনিতে ফিরিয়া আইল।

ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে প্রভু সহায় না হইলে মনুষ্যের বলেতে ও বিদ্যাতে কিছু হয় না আর তিনি যদি সাহায্য করেন তবে অতি বলহীন ও অল্প লোক অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

৯ পাঠ।

ন ল ব ম ফলা।

অভ্যাসার্থ পাঠ।

লগ্ন, যত্ন, অগ্নি, তীক্ষ্ণ, পত্নী, নিম্ন;
শ্লাঘা, শুক্ল, ক্লেশ, চল্লিশ, ক্লীব;
নশ্বর, ঈশ্বর, স্বীয়, অন্বেষণ, তত্ত্ব;
স্মরণ, স্মৃতি, ভস্ম, সম্মান, সম্মতি;

যিহূদী লোকদের কৃতঘ্নতা।

চল্লিশ বৎসর অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া পরে যিহূদী লোকেরা যর্দ্দন নদী পার হইয়া কিনান দেশে প্রবেশ করিল আর সেখানকার অন্য জাতীয় লোকদিগকে দমন করিয়া দেশাধিকার করিল। পরমেশ্বর প্রথম অবধি তাহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন আর তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন আর তাহাদিগকে কিনান দেশের মধ্যে বাস করিতে দিলেন। তথাপি তাহারা তাঁহাকে প্রেম করে না ও তাঁহার আদর করে না। তাহারা আপন কুস্বভাবের জন্যে সত্য ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া নানা মিথ্যা দেবদেবীর সেবা আর নানা প্রকার কদাচার করিতে লাগিল, তবু দয়াবান ঈশ্বর তাহাদিগকে হঠাৎ শাস্তি দেন না বরং তাহাদিগকে

[illegible]দের ও চেতনা দিতে অনেক উপদেশক প্রেরণ করিলেন। তথাচ তাহারা তাঁহাদের কথা মানিল না; এই কারণ তাহারা অনেক ক্লেশ পাইল, কেননা যে কেহ ঈশ্বরের কথা না মানে সে সুখে থাকিতে পারে না।

১০ পাঠ।

ফলাশ্রয় যুক্তাক্ষর।

র্ ্য

অভ্যাসার্থ পাঠ।

কর্ম্ম, কার্য্য, অর্ঘ্য, সূর্য্য, সন্ন্যাস, আর্দ্র, সর্ব্ব, পর্ব্বত, পূর্ব্ব, বীর্য্য, বর্ণ্য, খর্ব্ব, মর্ম্ম, চর্ব্য;

কিনান দেশের বিবরণ।

কিনান দেশ আসিয়া দেশের এক প্রদেশ। সে দেশ ক্ষুদ্র ও তাহার মধ্যে অনেক পর্ব্বত আছে; তথাপি পর্ব্বতের নিম্নভাগ ও পাহাড়তলীর মাটি অতি উর্ব্বরা, তাহাতে যব গোম ইত্যাদি নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় ও দ্রাক্ষালতা ও তৈলজনক জৈতুন বৃক্ষ এবং অতি

সুস্বাদু ফলদায়ক ডুম্বুর বৃক্ষ পাওয়া যায়। সেই দেশের প্রধান পর্ব্বতশ্রেণী লিবানোন নামে বিখ্যাত। ঐ পর্ব্বতে আরেশ নামক এক বিশেষ গাছ জন্মে; সে গাছ অতি উচ্চ ও তাহার ডাল অতি লম্বা ও তাহার কাঠ অতি সার ও জাহাজ এবং ঘর নির্ম্মাণের কার্য্যযোগ্য। সুলেমান রাজা পর্ব্বতহইতে সেই কাঠ আনাইয়া আপন রাজধানীতে অতি বৃহৎ ও শোভান্বিত ভজনালয় নির্ম্মাণ করিলেন ও সমুদ্রেতে বাণিজ্য করিবার জন্যে অনেক২ জাহাজ গঠন করিলেন। লিবানোন পর্ব্বত হইতে এক নদী বাহির হয় সেই নদীর নাম যর্দ্দন, যর্দ্দন নদী গিনেষরৎ নামক সমুদ্র দিয়া মৃত নামক সমুদ্রেতে মিলে। গিনেষরৎ সমুদ্র অতি রম্য জলাশয় কেননা তাহার এক পারেতে অনেক গ্রাম ও নগর ও বাগান ও শস্যশালী ভূমি আছে। পূর্ব্বধারেতে পর্ব্বত এবং তৃণ শোভিত মাঠ দৃশ্য হয়। আঠার শত বৎসর হইল সেই সমুদ্র আরও সুশোভিত হইল, কেননা আমাদের প্রভু বার২ তাহার কূলে বসিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেন ও নৌকাযোগে পার হইয়া অবশেষে গমন করিতেন। মৃত সমুদ্র দেখিতে অতি ভয়ানক, তাহার কূলের চতুর্দ্দিক লোকালয়শূন্য ও তাহার জল এমন লোণা যে কোন মৎস্য তাহার মধ্যে থাকিতে পারে না। অতিপূর্ব্বকালে সেই স্থানে সিদোম এবং অমোরা নামক দুই নগর ছিল, সেই নগরবাসি লোক এমত দুরাচার ছিল যে ঈশ্বর আকাশহইতে অগ্নি বর্ষাইয়া তাহাদের নগর উচ্ছিন্ন করিয়া সমুদয় দেশ জলে মগ্ন করিলেন।

১১ পাঠ।

হলযুক্ত স্বরবিশেষাকার।

গু শু রু রূ হু হৃ

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

গুণ, আগুন, গুরু, রূপ, উরু, করুণ, রুক্ষ।
শুভ, শুভ্র, শুশুক, শুন, হুড়াহুড়ি, হুতাশ, হৃদয়।

শিমুয়েলের জন্ম।

কিনান দেশে ইল্কানা নামে এক মনুষ্য বাস করিত। সে মনুষ্যের দুই ভার্য্যা ছিল, একের নাম হন্না অন্যের নাম পিনিন্না, পিনিন্নার বালক হইয়াছিল; হন্নার বালক হয় না। ইল্কানা ঈশ্বরাদেশ অনুসারে ভজনা ও বলিদান করিতে বৎসর ২ আপন নগরহইতে ঈশ্বরের ভজনালয়ে যাইত, আর সেখানে বলি উৎসর্গ করিলে পর সপরিবারে বলিপ্রসাদ ভোজন করিয়া উৎসব করিত। খাইবার সময়ে সে আপন ভার্য্যা পিনিন্না ও তাহার বালক বালিকাদের প্রত্যেক জনকে এক ২ অংশ করিয়া দিত, এবং হন্না দুই অংশ পাইত, কেননা তাহার গর্ভে বালক না জন্মিলেও ইল্কানা তাহাকে অধিক প্রেম করিত। স্বামির এমত ব্যবহার দেখিয়া পিনিন্না সতিনের

প্রতি ঈর্ষ্যা করিয়া কোন সময়ে তাহাকে এমন উপহাস করিল ও কুবচন বলিল যে হন্না দুঃখিতা হইয়া আহার ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন তাহার স্বামী ইলকানা তাহাকে শুধাইল, হে হন্না তুমি কেন রোদন কর? কি জন্যে আহার ত্যাগ কর? তুমি মনঃক্ষুণ্ণা কেন? আমি কি তোমার পক্ষে দশ বালক অপেক্ষা উপকারক নহি? ভোজন পান হইলে পরে হন্না উঠিয়া ঈশ্বরের ঘরে প্রার্থনা করিতে গেল। সেই সময়ে এলি নামে মহাযাজক ঘরের দ্বারের নিকটে সিংহাসনে বসিয়াছিল। হন্না সেইখানে গমন করিলে অতিশয় দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে২ প্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া এই মানত করিল, যে হে জগদীশ্বর, তুমি যদি তোমার দাসীর প্রতি প্রসন্ন হও ও তাহার প্রতি মনোযোগ কর ও তাহাকে বালক দান কর, তবে আমি সেই বালককে তোমার কাছে সমর্পণ করিব। এই সকল কথা হন্না মনে২ ভাবিয়া রব করিয়া কহিল না, কেবল তাহার ঠোট নড়িল। তাহা দেখিয়া এলি মনে করিল, এ নারী মাতালা, আর তাহাকে বলিল, কতক্ষণ মাতালা হবি, যা, তোর মদ বাহিরিয়া যাউক। হন্না উত্তর করিয়া তাহাকে বলিল, হে মহাশয় এমন নয়, আমি মনোদুঃখিনী নারী, আমি মদ খাই নাই, আমার মনে অনেক ভাবনা ও অনেক ক্লেশ আছে, সেই সকল আমি এইখানে আসিয়া পরমেশ্বরের কাছে নিবেদন করিলাম, আমি অসৎ নারী নহি। তখন এলি বলিল, তুমি কুশলে যাও আর ঈশ্বর তোমার প্রার্থনা-

তাঁহারে তোমাকে তুষ্টি করুন। তখন হন্না মনে প্রবোধ পাইয়া ফিরিয়া গেল ও আপন স্বামির সহিত স্বগৃহে প্রস্থান করিল, আর পরমেশ্বর তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে এক বালক প্রদান করিলেন। হন্না সেই বালকের নাম শিমুয়েল অর্থাৎ ঈশ্বরযাচিত রাখিল। পরেতে বালক বড় হইলে তাহার মাতা আপন মানত স্মরণ করিয়া তাহাকে লইয়া এলি মহাযাজকের কাছে আ- সিল আর তাহাকে বলিল, কএক বৎসর হইল, এখানে তুমি যে নারীকে প্রার্থনা করিতে দেখিয়াছিলা আমি সেই নারী, পরমেশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়া আমাকে এক বালক দিয়াছেন, এখন আমি সেই বালক তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতে চাই। পরে শিমুয়েল মহাযাজকের কাছে থাকিয়া ঈশ্বরীয় ধর্ম্মবিদ্যা অধ্যয়ন করিতে লাগিল এবং অতি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া উঠিল।

১২ পাঠ।

কবর্গযুক্তাক্ষর।

ক্ত, ক্ক, খ, ক্ষ, ক্র, ক্তু, [illegible]।

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

রক্ত, শক্ত, মুক্ত, উক্ত, বিষাক্ত, শাক্ত, বিরক্ত, ভক্ত, সংযুক্ত, প্রযুক্ত, বক্তব্য।

ক্রয়, বিক্রয়, ক্রম, বিক্রম, পরাক্রম,
ক্রিয়া, বক্র, শুক্রবার, চক্র, বক্রোক্তি।
দগ্ধ, দুগ্ধ, মুগ্ধ, দগ্ধিকা, বিদগ্ধ।
শঙ্খ, শঙ্খকার, শঙ্খনাদ। আকাঙ্ক্ষা।
শঙ্কা, সঙ্কট, অঙ্ক, অঙ্কুর, শঙ্কর,
অঙ্কুশ, কঙ্ক, তঙ্কা, পঙ্কজ, কঙ্কর।
অঙ্গ, সঙ্গ, প্রসঙ্গ, মঙ্গল, রঙ্গ, বঙ্গ,
রাঙ্গা, গঙ্গা, অঙ্গীকার, অঙ্গুলী।

জালুতের সহিত দায়ূদের সংগ্রাম।

যিহূদী লোকদের কিনানদেশে বসতি করিবার সময়ে তাহাদের বৈরী পিলেষ্টীয় লোক বহু সেনা লইয়া দেশ লুট করণার্থে আগত হইল। যিহূদীদের রাজা শৌল তাহাদের আগমনের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে তাড়াইবার জন্যে আপন সৈন্যদল সঙ্গে করিয়া তাহাদের প্রতিকূলে গমন করিয়া এফসদম্মীম নামক স্থানের নিকটে তাহাদের সম্মুখে ছাউনী করিল। পরে দুই দলের মধ্যে এক গভীর খাল থাকাতে তাহারা অনেক দিন সম্মুখাসম্মুখী হইয়া থাকিল। ইতিমধ্যে জালুৎ নামক এক জন পিলেষ্টীয় বীর প্রতিদিন প্রাতঃকালে আর দিবাবসানে যিহূদীদের ছাউনীর সম্মুখে আসিত। সে ব্যক্তি অতি বলবান মনুষ্য এবং ছয় হাত এক বিঘৎ দীর্ঘ ছিল আর তাহার মাথায় লৌহটোপর

ও সর্ব্বাঙ্গ লৌহময় কবচে রক্ষিত এবং তাহার কটিদেশে এক দীর্ঘ তলোয়ার বাঁধা ছিল। জালুৎ এই প্রকার সাজ করিয়া দূরে থাকিয়া যিহূদীলোকদের প্রতি ডাকিয়া বলিত, ওরে যিহূদী সকল, শুন, তোদের মধ্যে এক জন আসিয়া আমার সঙ্গে সংগ্রাম করুক, তাহাতে সে যদি আমাকে দমন করিতে পারে, তবে পিলেষ্টীয়েরা যিহূদীদের চিরকাল বশীভূত হইয়া থাকিবে, আর আমি যদি তাহাকে সংহার করি, তবে যিহূদীরা আমাদের বশীভূত হইবে। সে বারং এই কথা কহিলেও কোন যিহূদী তাহার সহিত সমর করিতে সাহসী হইল না, সকলে তাহার দীর্ঘাকার ও ভয়ানক সাজ দেখিয়া ভয় করিত। সেই সময়ে বৈৎলেহম নগরে যিশয় নামক এক প্রাচীন মানুষ থাকিত, সেই মানুষের সাত তনয় ছিল। তাহাদের মধ্যে তিন জন শৌল রাজার সৈন্য ছিল, আর সকলের ছোট দায়ূদ আপন পিতার মেষ রক্ষা করিত। সেই সময়ে যিশয় আপন তনয় দায়ূদকে ডাকিয়া বলিল, তুমি যাও তোমার বড় তিন ভাইর জন্যে আহার দ্রব্য ছাউনীতে লইয়া গিয়া তাহাদের সমাচার লইয়া আইস। দায়ূদ পিতার আদেশ পাইয়া গেল। ছাউনীতে উপনীত হইয়া দায়ূদ দূরে থাকিয়া জালুৎকে দেখিতে পাইল। ও তাহার সাহঙ্কার কথা শুনিয়া লোকদিগকে শুধাইল, উনি কে? তাহারা উত্তর দিল; উনি পিলেষ্টীয় বীর জালুৎ। দায়ূদ তাহাদিগকে শুধাইল, উহাকে যে ব্যক্তি সংহার করিবে তাহার কি হইবে। তাহারা বলিল, রাজা তাহার অতি-

শয় সম্মান করিবেন ও ভার্য্যার্থে আপন কন্যা তাহাকে দান করিবেন। তখন দায়ূদ বলিল, ঈশ্বরের শক্তি-দ্বারা আমি তাহাকে মারিব। পরে দায়ূদ রাজার কাছে আনীত হইয়া তাহাকে বলিল, সৈন্য সকল এমন ভীত কেন, আমি গিয়া ঐ মানুষের সহিত সংগ্রাম করিব। শৌল বলিল, তুমি উহার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিবা না, কেননা তুমি যুবমানুস, আর সে বালককালাবধি রণবিদ্যা অভ্যাস করিয়াছে। তখন দায়ূদ শৌলকে বলিল, হে মহারাজ শুনুন, আমি আপনকার দাস আমার পিতার মেষ চরাইতেছিলাম, এমন সময়ে এক সিংহ ও এক ভালুক আসিয়া পাল হইতে এক মেষ ধরিয়া লইয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমি উঠিয়া দৌড়িয়া প্রথমে সিংহ পরে ভালুককে সংহার করিলাম ও মেষকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আইলাম, সেই রূপে পিলেষ্টীয় বীরকেও হত করিব; যে ঈশ্বর আমাকে সিংহ ও ভালুকের পরাক্রমহইতে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি এই বলবান বীরের হাতহইতেও আমাকে রক্ষা করিবেন। শৌল বলিল, যাও, আর প্রভু তোমার সঙ্গী হউন। পরে শৌল দায়ূদের মাথাতে লোহার টোপর ও অঙ্গেতে রণের সাজ ও কটিতে এক তলোয়ার পরাইল। দায়ূদ এই প্রকার সাজ পরিয়া রাজার কাছে বিদায় হইল, পরে যাইতে২ সাজ ভারি বোধ হইতে লাগিল, কেননা এমন সাজ পরিধান করিতে তাহার অভ্যাস ছিল না। এই নিমিত্তে সে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নদীর ধারে গিয়া পাঁচটা চিকন গোলাকার

পাথর বাছিয়া আপনার ঝুলিতে রাখিল, পরে এক হাতে লাঠি আর এক হাতে ফিঙ্গা ধারণ করিয়া জালুতের সঙ্গে রণ করিতে অগ্রসর হইল। জালুৎ রাখালের বালককে আসিতে দেখিয়া রাগান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল, আমি কি কুক্কুর যে তুই লাঠি লইয়া আমার কাছে আসিস, আয়, তোর রক্ত শৃগাল ও পক্ষিদের ভক্ষ্য করাইব। তখন দায়ূদ উত্তর করিল, তুমি তলোয়ার ও বর্শা লইয়া আইস, আর আমি জগতের প্রভু পরমেশ্বরের নামে আগমন করি, অদ্য ঈশ্বর তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করিবেন ও আমি তোমাকে সংহার করিব ও তোমার মাথা কাটিব এ সকল লোক জানিবে যে মানুষের বলে কিছু হয় না, ঈশ্বরের সাহায্যেতে সকল কর্ম্ম সুসাধ্য হয়। তখন জালুৎ দায়ূদকে মারিতে আইল, তাহাতে দায়ূদ ফিঙ্গাতে পাথর দিয়া দৌড়িয়া আসিয়া ফিঙ্গা ঘুরাইয়া পাথর ফেলিয়া জালুতের কপালে এমন শক্ত রূপে আঘাত করিল যে কপাল কাটিয়া গেল ও জালুৎ অচেতন হইয়া পড়িল। তখন দায়ূদ গিয়া তাহার তলোয়ার খুলিয়া তাহার মাথা কাটিল ও তাহার সাজ খসাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া আপন ঘরে ফিরিয়া গেল। পিলেষ্টীয়েরা জালুতের পতন দেখিয়া সকলে পলাইল ও যিহূদীলোক পেছু২ যাইয়া অসংখ্য লোক সংহার করিয়া স্বদেশ রক্ষা করিল।

১৩ পাঠ।

চবর্গযুক্তাক্ষর।

চ্চ, চ্ছ, জ্জ, জ্ব, ঞ্চ, ঞ্জ, জ্ঞ, ঞ্ছ।

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

উচ্চ, উচ্চারণ, উচ্ছিন্ন, কচ্ছপ, গচ্ছিত।
রজ্জু, খর্জ্জুর, সজ্জা, উজ্জ্বল, লজ্জা, কুজ্ঝটী।
সঞ্চয়, কিঞ্চিৎ, জ্ঞান, অবজ্ঞা, সংজ্ঞা, বিজ্ঞ।
ধনঞ্জয়, অঞ্জন, কুঞ্জর, কৃতাঞ্জলি, গঞ্জ, লাঞ্ছনা।

সুলেমানের সদ্বিচার।

য়িহুদী লোকদের রাজা সুলেমান অতি বিজ্ঞ ও সদ্বিবেচক ছিলেন আর তাঁহার রাজত্ব সময়ে প্রজা সকল বিপক্ষগণহইতে ভয়রহিত হইয়া নির্বিঘ্নে কালযাপন করিত। তাঁহার সদ্বিচারের এক উদাহরণ বলি। কোন সময়ে দুই বেশ্যা বিবাদ করিতে২ তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইল। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল, হে মহারাজ শুনুন, আমরা দুই জন এক ঘরে বাস করি, কএক দিন হইল আমার এক বালক জন্মিয়াছিল, আর তাহার তিন দিন পরে ইহারও এক বালক হয়। আমরা কিছু কাল আপন২ শিশুকে নিরাপদে লালন পালন করি; দৈবাৎ নিশাযোগে এ নারী ঘোর নিদ্রায়,

সময়ে আপন বালকের উপরে শয়ন করাতে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। পরে এ তাহা টের পাইয়া ধীরে ২ উঠিয়া আপন মৃত বালক লইয়া আমার ক্রোড়ে দিল, আর আমার জীবৎ শিশুকে লইয়া আপন শয্যায় ফিরিয়া শয়ন করিল; রাত্রির শেষভাগে আমি জাগ্রৎ হইয়া আপন বালককে দুগ্ধপান করাইতে চাহিলে দেখিলাম, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, আর সূর্য্য উদয় হইলে ভাল রূপে দেখিয়া জ্ঞাত হইলাম যে আমার বালক নয়। পরে সখীকে বলিলাম, তোমার মৃত বালককে তুমি লও ও আমার জীবৎ বালককে আমাকে দেও; এ বলিল, না না, এমন অনুচিত কথা কেন বল, মৃত বালক তোমার ও জীবৎ বালক আমার। এই নারীর কথা মাঝে অন্য নারী রাজার কাছে খেদোক্তি করিয়া বলিতে লাগিল, মহারাজ এমন নয় এ মিথ্যা কথা বলে আমি জীবৎ বালকের মাতা, এ মৃত বালকের মাতা। দুই জনার কথা শুনিয়া সুলেমান রাজা বলিল, এ কি, ও বলে জীবৎ বালক আমার, এ বলে না সে আমার। অপর তিনি অনুচরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, এক তলোয়ার আনয়ন কর। তাহারা তৎক্ষণাৎ তলোয়ার আনিলে রাজা বলিলেন, জীবৎ বালককে দুই অংশ করিয়া ছেদন কর, আর প্রতিজনকে এক অংশ দিয়া তাহাদিগকে বিদায় কর। তখন জীবৎ বালকের মাতা করুণানুমনা হইয়া বলিতে লাগিল, হে মহারাজ বালককে সংহার না করিয়া উহাকেই দিউন। অন্য নারী বলিল, ভাবনা কি, ছেদিত হউক, তাহাতে

সে তোমারও হইবে না আমারও হইবে না। তাহাতে রাজা বলিলেন, থাক, বালককে হত করিও না, উহা-কেই দেও, ঐ নারী বালককেই স্নেহ করাতে জানা যায় ঐ তাহার মাতা, এই নারী নির্দ্দয়া হওয়াতে জানা যায় সে তাহার মাতা নয়।

---

১৪ পাঠ।

টবর্গযুক্তাক্ষর।

ট্ট, ণ্ড, ণ্ট, ণ্ঠ, ড্ড।

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

অট্ট, অট্টালিকা, খণ্ড, মুণ্ড, কাণ্ড, গণ্ড, তণ্ডুল, কণ্টক, কণ্ঠ, অবগুণ্ঠন, উড্ডীয়-মান, পণ্ডিত, পণ্ডশ্রম।

এলিয়ের বিবরণ।

ইস্রায়েল দেশের রাজা আহাব ঈশ্বরত্যাগী ও নানা মন্দ অসঙ্গত ক্রিয়াকারী ব্যক্তি ছিলেন, আর তাহার রাজত্বকালে প্রজারা প্রায় সকলি কদাচারী ও বালদেবতা-পূজক ছিল। তৎসময়ে আহাবের রাজ্যে এলিয় নামক পরমেশ্বরের এক জন ধর্ম্মশীল ভবিষ্যদ্বক্তা ছিল। রাজা ও প্রজাদিগকে পাপ উপযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দিবার জন্য সে ব্যক্তি ঈশ্বরদ্বারা প্রেরিত হইয়া রাজার সম্মুখে

আসিয়া তাহাকে বলিল, আমি যে ঈশ্বরের সেবক সেই ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলি, আমার অনুমতি না হইলে তোমার দেশে আর জলবর্ষণ কি শিশির পাত হইবে না। অপর পরমেশ্বর এলিয়কে বলিলেন, এখান-হইতে গমন করিয়া পূর্ব্বদেশীয় অরণ্যের মধ্যে কিরীত নদীর তীরে গিয়া লুকাও; তুমি সেই নদীর জল পান করিবা এবং তোমার পালনের ভার আমি আ-কাশের পক্ষিগণকে দিব। এলিয় ঈশ্বরের আদেশানু-সারে গিয়া অনেক দিন তথায় বাস করিয়া নদীর জল পান করিত এবং প্রভাত সময়ে ও দিবাবসানে কাক তাহার খাদ্য মাংস ও রুটী আনিত। অবশেষে জল বর্ষণ না হওয়াতে সে নদী শুকিয়া গেল। তখন ঈশ্বর এলিয়কে আজ্ঞা দিলেন, উঠ সীদোন দেশীয় সারিফৎ নগরে যাও, সেই নগর নিবাসি এক বিধবা তোমার প্রতিপালন করিবে। তখন এলিয় উঠিয়া গমন করিল। পরে ঐ নগরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল এক দুঃখিনী বিধবা নারী কাষ্ঠ কুড়াইতেছে। এলিয় তাহাকে বলিল, ও গো, আমাকে এক বাটী জল দেও, আমার পিপাসা হইয়াছে। অপর সে নারী জল আনিবার জন্যে যাইবার সময়ে এলিয় ডাকিয়া তাহাকে বলিল, কিঞ্চিৎ রুটীও লইয়া আইস। তাহা-তে সে বিধবা উত্তর দিল, ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলি, আমার ঘরেতে কিছুই রুটী নাই কেবল এক মুটা ময়দা ও কিছু তেল আছে; যে কাষ্ঠ আমি এখন কুড়াইয়াছি তাহা লইয়া ঐ ময়দা ও তেলেতে এক

পীঠা পাকাইয়া আপন বালকের সহিত খাইব, পরে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। এলিয় তাহাকে বলিল, ভাবিত হইও না, এমত কর, আর প্রথমে আমার জন্যে এক পীঠা পাকাও, পরে তুমি আপন বালকের সহিতও খাইবা, কেননা প্রভু পরমেশ্বর বলেন, যত দিন এই দেশে জল না হইবে তত দিন ময়দার শেষ ও তেলের অকুলান হইবে না। তৎপরে সে বিধবা গিয়া এলিয়ের কথানুসারে করিয়া রুটী ও জল তাহার কাছে আনিয়া দিয়া প্রথমে তাহাকে খাওয়াইয়া শেষে বালকের সহিত আপনিও খাইল; এই প্রকারে এলিয় অনেক দিন সেই বিধবার ঘরে থাকিল, আর যত দিন দেশে আকাল ছিল, তত দিন ময়দা ও তেল অকুলান হইল না। কিঞ্চিৎ কাল পরে সেই বিধবার বালকের মৃত্যু হইল। তখন তাহার মাতা রোদন করিয়া এলিয়ের কাছে আসিয়া বলিল, হে ঈশ্বরীয় মনুষ্য তুমি আমার ঘরে আগমন করাতে আমার পাপ ঈশ্বরের গোচরে ব্যক্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত আমার এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। তখন এলিয় বলিল বালক আমাকে দেও। পরে সে মৃত বালককে মাতার কোলহইতে লইয়া আপন কুটরীতে গিয়া তাহাকে আপন শয্যাতে শোয়াইল ও ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করিয়া বলিল, হে পরমেশ্বর, এই নারীর কাছে আমি বিদেশী হইয়া প্রতিপালিত হই তাহার প্রতি কেন এই দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছ। পরে এলিয় তিন বার বালকের উপরে শয়ন করিয়া আর বার প্রার্থনা

করিয়া বলিল, হে পরমেশ্বর এই বালকের প্রাণ তাহাতে পুনঃপ্রবেশ করুক। তখন ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা শুনিয়া বালকের প্রাণদান করিলেন। পরে এলিয় তাহাকে মাতার কাছে লইয়া গিয়া মাতাকে বলিল, এই দেখ তোমার বালক জীবৎ আছে। তখন সে বিধবা বলিল, এখন আমি যথার্থ রূপে জানি, যে তুমি ঈশ্বরীয় মনুষ্য।

---

১৫ পাঠ।

তবর্গযুক্তাক্ষর।

ত্ত, ত্থ, ত্ন, দ্দ, দ্ধ, দ্ভ, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ, ন্তু।

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

উত্তম, দত্ত, কীর্ত্তি, ভর্ত্তা, পরিবর্ত্তন, চিত্ত। যত্ন রত্ন। উত্থান, চতুর্দ্দিগে, মর্দ্দন, চৌদ্দ। মুদ্গর, যুদ্ধ, যোদ্ধা, বিদ্ধ, উদ্ধার, বুদ্ধি। অত। অদ্ভুত, প্রান্তর চিন্তা, গ্রন্থ,। মন্দ, সুন্দর, আনন্দ, অন্ধ, সন্ধান, বন্ধু, সিন্ধু, প্রবন্ধ, কিন্তু, অধিকন্তু।

এলিয়ের বলিদান।

সাড়ে তিন বৎসর পরে পরমেশ্বর এলিয়কে বলিলেন, যাও আহাবের সহিত সাক্ষাৎ কর। তখন এলিয় সে বিধবার ঘর ত্যাগ করিয়া রাজার কাছে গেল। তাহাকে

দেখিবামাত্র রাজা রাগান্বিত হইয়া বলিল, তুমি না কি ইস্রায়েলীয় লোকদের বিড়ম্বনা করিতেছ; এলিয় বলিল, আমি করি না, কিন্তু তুমি সপরিবারে ঈশ্বরাজ্ঞা ত্যাগী ও বালদেবতাপূজক হওয়াতে এই সকল দুর্ঘটনার মূল হইয়াছ; কিন্তু এখন যাও, যে সমুশত পঞ্চাশ জন বালদেবতা ও আস্তারত দেবীর পূজারী আছে, তাহাদিগকে আর দেশ নিবাসি সকল লোকদিগকে কার্মিল নামক পর্ব্বতে একত্র কর। দেবযাজক ও পূজক সকল সেই পর্ব্বতে সমাগত হইলে পর এলিয় উপনীত হইয়া তাহাদিগকে বলিল, তোমরা কেন দুই কর্ত্তার সেবা কর, ঈশ্বর যদি সত্য হন, তবে তাহারি সেবা কর, ও বাল যদি সত্য, তবে তাহাকে মান। এলিয়ের কথা শুনিয়া কেহ কিছু উত্তর করিল না। তখন এলিয় বলিল, আইস কোন্ ঈশ্বর সত্য, কোন্ ঈশ্বর মিথ্যা তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখি। দুই গরু আনয়ন কর। তাহাদের মধ্যে একটা দেবযাজকেরা হব্যার্থ বেদির উপরে রাখিবে কিন্তু তাহাতে অগ্নিপ্রদান করিবেন না আর আমিও পরমেশ্বরের নামেতে অন্য গরু লইয়া অগ্নি না দিয়া হব্যার্থ এক বেদির উপরে রাখিব। পরে যে ঈশ্বর আকাশহইতে আপন বলিতে অগ্নি প্রেরণ করিবেন, তিনিই সত্য ও আরাধ্য জানা যাইবে। তখন লোক সমূহ উত্তর করিয়া বলিল, তুমি উত্তম কহিয়াছ। পরে এলিয় বালদেব পুরোহিতদিগকে বলিল, তোমরা বহুৎ লোক, এই নিমিত্তে তোমরা প্রথমে বলিদান কর আর আপনারা আপন

না দিয়া বালের কাছে অগ্নির নিমিত্তে প্রার্থনা কর। তখন বালের যাজকেরা এক গরু কাটিয়া বেদির উপরে সাজাইয়া আপন দেবতার কাছে প্রাতঃকালাবধি সা- য়ংকাল পর্য্যন্ত প্রার্থনা করিয়া বলিল, হে বাল শুন২. কিন্তু অগ্নিপাত হইল না ও দেবতা কোন উত্তর ও দিল না। তখন এলিয় উপহাস করিয়া তাহাদিগকে বলিল, উচ্চৈঃস্বরে ডাক, কেননা তিনি তো ঈশ্বর বটেন, কি জানি তিনি কথাবার্ত্তা করেন কি দেশান্তর গিয়া- ছেন, কিম্বা নিদ্রাগত আছেন, উচ্চৈঃস্বর করিলে তিনি অবশ্য আসিবেন। পরে দেবপূজকেরা সায়ংকাল পর্য্যন্ত আরও উচ্চ করিয়া ডাকিল তথাপি কিছুই হইল না। তখন এলিয় সকল লোকদিগকে আপনার কাছে ডাকিল আর তাহাদের সাক্ষাতে বারখান পাথর লইয়া পরমেশ্বরের উদ্দেশে এক বেদি নির্ম্মাণ করিল, পরে তাহার উপরে কাষ্ঠ সাজাইল এবং গরুকে মারিয়া খণ্ড২ করিয়া চিতার উপরে রাখিল, পরে বেদির চতু- র্দ্দিগে এক খাল খুদিল ও সমুদ্রের জল আনিতে এবং তিনবার সেই বেদির উপরে ঢালিয়া দিতে আজ্ঞা করিল, তাহাতে মাংস ও কাষ্ঠ ও বেদী জলাভিষিক্ত হইল এবং খালও জলপূর্ণ হইল। এই সকল হইলে পর এলিয় বেদীর নিকটে আসিয়া পরমেশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, যে হে প্রভো, তুমি যে সত্য ঈশ্বর তাহা অদ্য সকল লোকদিগকে জানাও। তখন আকাশহইতে অগ্নিবর্ষণ হইলে মাংস ও কাষ্ঠ ও খালের জল পর্য্যন্ত সকল দগ্ধ হইল। এই অদ্ভুত

দর্শন দেখিয়া সকল লোক দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল, এলিয়ের ঈশ্বর যিনি তিনি সত্য ঈশ্বর। পরে এলিয় বাল যাজক সকলকে ধরিয়া তাহাদের প্রাণদণ্ড করিল ও আহাব রাজাকে বলিল, শীঘ্র স্বগৃহে গমন করুন, কেননা আমি পরমেশ্বর জল দিবেন। তাহাতে সেই দিনেতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে ঘোরতর জল-বর্ষণ হইল।

১৬ পাঠ।

পারগযুক্তাক্ষর।

প্ত ব্দ ব্ধ প্স ষ্ফ স্ত।

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

প্রাপ্ত, সমাপ্ত, শপ্ত, গুপ্ত, সপ্তম;
লুপ্ত, শব্দ, আরব্ধ, লম্ফ, দস্ত।

শুনেমীয় নারীর পত্র লাভ।

যিহূদা দেশে শুনেম নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে এক ধনবান ব্যক্তি আপন ভার্য্যার সহিত বাস করিত। সেই দুই জনার গৌরব ও সম্পত্তি অনেক ছিল বটে, কিন্তু তাহাদের সন্তান এক নাই। এলিশা ভবিষ্যদ্বক্তা শুনেম দিয়া গতায়াত করণ সময়ে নিত্য ২ এই ধনবান ব্যক্তির ঘরে রাত্রি প্রবাস করিত। কোন

সময়ে সেই ধনবান ব্যক্তির ভার্য্যা আপন স্বামিকে বলিল, সেই ঈশ্বরীয় মানুষ বার২ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের ঘরে আগমন করেন। আমি তাহার থাকিবার কারণ ঘরের উপরে এক কুঠরী সাজাইয়া সেখানে এক মেজ ও এক আসন ও এক দীপাধার ও এক শয্যা রাখি; তিনি যখন২ আসিবেন তখন২ সেই কুঠরীতে গিয়া নির্বিঘ্নে থাকিতে পারিবেন। সেই নারী এমত করিলে পর, এলিশা আপন সেবক গেহসির সহিত সেই ঘরে বার২ আসিয়া নিজ কুঠরীতে থাকিত। পরে সে কোন সময়ে গেহসিকে বলিল, যাও, ঐ নারীকে ডাক; তাহাতে সে নারী আসিয়া এলিশার সম্মুখে দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। এলিশা তাহাকে বলিল, আমাদের প্রতি তুমি যে এত সুহৃদাতা প্রকাশ করিয়াছ তাহার প্রতিফল আমি কেমন করিয়া তোমাকে দিব; রাজার কি সেনাপতির কাছে তোমার যদি কোন নিবেদন আছে, তবে আমি গিয়া তোমার কথা তাহাকে বলিব। তখন সেই নারী বলিল, আমি স্বগৃহে কুশলে বাস করি রাজার কাছে আমার কিছু প্রার্থনীয় নাই। এলিশা বলিল তবে তুমি কি চাও। গেহসি বলিল, হে গুরো এই নারীর সন্তান নাই ও তাহার স্বামী বৃদ্ধ। এলিশা নারীকে কহিল, হে নারি আর বৎসরে এমন সময়ে তোমার এক বালক জন্মিবে। সে নারী বলিল, হে ঈশ্বরীয় মনুষ্য আপনি আপন দাসীর কাছে এমন অসম্ভব কথা না কহুন। এলিশা গেলে পর তাহার বাক্যানুসারে সে নারী গর্ভধারণ করিয়া এক পুরুষ

সন্তান প্রসব করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক তাহার লালন পালন করিতে লাগিল। কএক বৎসর পরে সেই বালক কোন দিনে শস্যচ্ছেদন সময়ে আপন পিতার কাছে ক্ষেত্রে গেল। সেখানে তাহার অতিশয় শিরঃপীড়া হওয়াতে সে আপন পিতাকে বলিল আঃ২ আমার মাথা। তখন পিতা আপনার এক দাসকে বলিল, তুমি এই বালককে তাহার মাতার কাছে লইয়া যাও। সেখানে নীত হইলে পর বালক মাতার ক্রোড়ে বসিয়া কিছুক্ষণ পরে প্রাণত্যাগ করিল। তখন সে নারী মৃত দেহকে লইয়া উপরকুঠরীতে এলিশার শয্যাতে শয়ন করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়া আপন স্বামির কাছে বলিয়া পাঠাইল, সে আমার জন্যে এক গাধাকে এখানে পাঠাও, আমি এলিশার কাছে যাইতে চাই। স্বামী বলিল, কেন যাইতে চাও, আজি তো বিশ্রামবার নয়, কোন উৎসবও নয়। তাহার ভার্য্যা উত্তর করিল, আমাকে যাইতে দেও, আমার এক বিশেষ কার্য্য আছে। পরে সে এক গাধায় চড়িয়া এক দাসকে সঙ্গে লইয়া এলিশার কাছে গেল। যখন এলিশা দূরে তাহাকে দেখিতে পাইল, তখন সে গেহসি আপন সেবককে বলিল, ঐ দেখ সে শুনেমীয় নারী; তুমি দৌড়িয়া তাহার কুশল ও তাহার স্বামির কুশল ও তাহার বালকের কুশল জিজ্ঞাসা কর। সে গিয়া জিজ্ঞাসিলে পর নারী বলিল, সকল কুশল। পরে সে এলিশার কাছে আসিয়া তাহার পা ধরিল। কিন্তু গেহসি তাহাকে নিবারণ করিল। তাহাতে এলিশা গেহসিকে বলিল ছাড়

কেননা তাহার প্রাণ শোকাকুল আছে। পরে সে নারী কহিল, আমি মহাশয়ের কাছে, কি এক সন্তান মাগিলাম না? এলিশা তখনি তাহার কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া গেহসিকে বলিল, কটিবন্ধন করিয়া আমার লাঠি হাতে করিয়া শীঘ্র এই নারীর বাটীতে যাও আর আমার লাঠি বালকের মুখের উপরে রাখ। তখন বালকের মাতা বলিল, ঈশ্বরের দিব্য ও তোমার প্রাণের দিব্য করিয়া আমি বলি, যে আমি তোমাকে ছাড়িব না। পরে এলিশা উঠিয়া তাহার পেছু গমন করিলে গেহসি তাহাদের অগ্রে দৌড়িয়া লাঠি বালকের মুখের উপরে রাখিল, কিন্তু সে নীরব ও প্রাণহীন ছিল তাহাতে গেহসি ফিরিয়া আসিয়া এলিশাকে বলিল, বালক জাগে না। পরে এলিশা আসিয়া দেখিল বালক মরিয়া শয্যার উপরে পড়িয়া আছে। তাহাতে সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল আর শয্যাতে উঠিয়া আপন মুখ তাহার মুখে আপন চক্ষু তাহার চক্ষে ও আপন হাত তাহার হাতের উপরে রাখিল, তাহাতে বালকের শরীর তপ্ত হইতে লাগিল; পরে এলিশা উঠিয়া ঘরের মধ্যে এদিগে ওদিগে ভ্রমণ করিয়া আর বার আসিয়া সেই রূপ করিল। তখন বালক চক্ষু মেলিয়া পুনর্জীবিত হইল। পরে এলিশা গেহসিকে বলিল, যাও বালকের মাতাকে ডাক। সে আইলে এলিশা তাহাকে বলিল, তোমার বালক লও। তখন সে তাহার পায়ে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া আপন বালক লইয়া বাহিরে গেল।

১৭ পাঠ।

অবর্গীয়াক্ষর সম্বন্ধীয় যুক্তাক্ষর।

ল্প, শ্চ, শ্ছ, ষ্ক, ষ্ণ, ষ্ট, ষ্ঠ, স্ক, স্থ, স্ত, স্থ, হ্ন। স্ত্র, ন্ত্র, ত্র।

তদভ্যাসার্থ পাঠ।

কল্প, সংকল্প, গল্প, বিকল্প। পুনশ্চ, আশ্চর্য্য। নিশ্ছিদ্র। শুষ্ক, দুষ্কৃতি,। কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, উষ্ণ। ইষ্ট, হৃষ্ট, পুষ্ট, কষ্ট, ক্লিষ্ট, বিশিষ্ট। ষষ্ঠ, গোষ্ঠী, কাষ্ঠ, কুষ্ঠী। স্কন্ধ, সংস্কৃত, স্খলিত। স্তম্ভ, প্রশস্ত, পুস্তক, হস্ত। অবস্থা, উপস্থিত, জগতীস্থ, সুস্থ। আহ্নিক, পূর্ব্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন। মন্ত্র, তন্ত্র, যন্ত্র, স্বতন্ত্র। পুত্র, সূত্র, হোত্র। শাস্ত্র, অস্ত্র, স্ত্রী, বস্ত্র।

নামানের সুস্থ হওন বিবরণ।

অরাম দেশীয় রাজার সেনাপতি নামান আপন প্রভুর কাছে অতি সম্মানিত মনুষ্য ছিল, কেননা তাহার পরাক্রম ও বুদ্ধিতে রাজা বিপক্ষগণকে জয় করিয়াছিল; কিন্তু সে ব্যক্তি কুষ্ঠরোগী। কোন সময়ে অরামীয়েরা ইস্রায়েলীয় লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের দেশহইতে এক যুবতী কন্যাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, ও নামানের ভার্য্যা সে কন্যাকে কিনিয়া আপনার দাসী করিয়াছিল; সে দাসী নামানের দুর্গতি দেখিয়া আপন

[illegible] বলিল, ইস্রায়েল দেশে এলিশা নামে এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা আছে, তাহার কাছে গেলে আমার প্রভু শুদ্ধ হইতে পারিবেন। পরে কন্যার এই কথা নামানের কর্ণগোচর হইলে সে ইস্রায়েল দেশে এলিশার কাছে যাইতে রাজার নিকটে নিবেদন করিল। পরে নামান রাজার অনুমতি পাইয়া, ভেটের নিমিত্তে স্বর্ণ রৌপ্য বস্ত্র সঙ্গে লইয়া রথারোহণ করিয়া প্রস্থান করিল, পরে ইস্রায়েল দেশে আসিয়া এলিশার ঘরের কাছে উপস্থিত হইল। তখন এলিশা আপনি বাহিরে না আসিয়া এক দূতের মুখে বলিয়া পাঠাইল, যে যাও, যর্দন নদীতে সাতবার স্নান কর তাহাতে আরোগ্য পাইবা। তখন নামান বিরক্ত হইয়া বলিল, এ কি, আমি মনে করিয়াছিলাম, সে নিজে বাহিরে আসিয়া আপন ঈশ্বরের নাম লইয়া আমার [illegible] হাত বুলাইয়া আমাকে পরিষ্কার করিবে, কিন্তু সে ইহা না করিয়া দাসের মুখে এক নদীতে স্নান করিতে বলে, তাহাতে কি হইবে আমার দেশে কি যর্দন অপেক্ষা উত্তম নদী নাই, সেই খানে স্নান করিতে না বলিয়া এই খানে করিতে কেন বলে। এমত বলিয়া নামান রাগান্বিত হইয়া চলিয়া গেল। পরে তাহার দাসেরা আসিয়া তাহার কাছে নিবেদন করিল, হে মহাশয়, এলিশা আপনাকে অতি শক্ত বিষয় করিতে বলিলে, আপনি কি তাহা করিতেন না, তবে অতি সহজ কর্ম যে স্নান তাহা আপনি কেন করিবেন না। তখন নামান গিয়া এলিশার আজ্ঞানুসারে যর্দন নদীতে সাতবার অবগাহন করিল, তাহাতে তাহার শরীর

তৎক্ষণাৎ বালকের শরীরের তুল্য কোমল ও শুদ্ধ হইল। পরে সে আপন সঙ্গিদের সহিত এলিশার কাছে ফিরিয়া গিয়া তাহাকে বলিল, আপনকার ঈশ্বর যিনি, তাঁহার তুল্য পৃথিবীর মধ্যে অন্য ঈশ্বর নাই, আমি নিবেদন করি, আপনি কিছু উপঢৌকন গ্রহণ করুন। কিন্তু এলিশা বলিল, আমি কিছুই গ্রহণ করিব না। পরে নামান প্রস্থান করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গেলে এলিশার সেবক গেহসি আপন কর্ত্তার আজ্ঞানুসারে দৌড়িয়া নামানের কাছে আসিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া তাহাকে বলিল, এই ক্ষণে আমার প্রভুর ঘরে দুই শিষ্য আসিয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে এক তোড়া রুপার মুদ্রা ও দুই বস্ত্র দিউন। নামান বলিল, বরঞ্চ দুই তোড়া লও। পরে সে দুই তোড়া রুপার মুদ্রা ও দুই বস্ত্র আপনার দুই দাসের হাতে দিয়া বলিল, তোমরা ইহা এলিশার ঘরে রাখিয়া আইস। গেহসি ঘরে আসিয়া সে টাকা আর সে বস্ত্র দাসদের হাতহইতে লইয়া আপনার প্রভুকে কিছু না বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিল। পরে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে, সে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা গিয়াছিলা? গেহসি বলিল, আমি কোথাও যাই নাই। এলিশা বলিল, আমি জানি তুমি নামানের কাছে কিছু গ্রহণ করিয়াছ; নামান যে রোগে ব্যথিত ছিল, সেই রোগ আজ অবধি তোমার শরীরে হইবে। তাহাতে তৎক্ষণাৎ গেহসি সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠযুক্ত হইল। পরে এলিশা তাহাকে দূর করিয়া দিল।

১৮ পাঠ।

নাবোতের মৃত্যু।

যিষ্রিয়েল গ্রাম নিবাসি নাবোৎ নামক ব্যক্তির এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র ছিল, আর সে ক্ষেত্র আহাব রাজার বাটীর নিকটবর্ত্তী ছিল। কোন সময়ে আহাব রাজা নাবোতকে বলিলেন, আমার ভূমি সংলগ্ন যে তোমার দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে তাহা আমাকে দেও আমি তাহাতে এক বাগান করিতে চাহি, আর তাহার বদলে আমি তোমাকে অন্য এক দ্রাক্ষাক্ষেত্র দিব, কিম্বা যদি টাকা চাহ তবে আমি ক্ষেত্রের মূল্য স্থির করিয়া তদনুসারে তোমাকে টাকা দিব। পরে নাবোৎ রাজাকে বলিল; এই ভূমি আমি পিতৃলোকদের কাছে পাইয়াছি, আমি তাহা তোমাকে দিতে পারি না। এই কথা শুনিয়া আহাব বিরক্ত ও ক্রুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া আপন ঘরে গিয়া শয্যাতে পড়িয়া আহার ত্যাগ করিয়া কাহারো সহিত কথা কহিলেন না। পরে ইষেবল নাম্নী তাহার পত্নী তাহার কাছে আসিয়া তাহাকে বলিল, আপনি মনোদুঃখী হইয়া কেন আহার ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন, আমি নাবোতের ক্ষেত্র ক্রয় করিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহা দিতে অসম্মত হইল, এই নিমিত্তে আমি মনোদুঃখী আছি। অপর তাহার স্ত্রী ইষেবল বলিল, আপনি কি রাজা নহেন, আনন্দমান করিয়া ভোজন করুন, হৃষ্টচিত্ত হউন আমিই নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র আপনকার হস্তগত করিয়া দিব।

পরে রাণী পত্র লিখিয়া রাজার নামাক্ষরিত ও রাজ-মুদ্রাতে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া যিষ্রিয়েল গ্রামবাসি প্রধান লোকদের কাছে পাঠাইল, সেই পত্রেতে এই কথা লিখিত ছিল, হে যিষ্রিয়েল গ্রামবাসি ভদ্র লোক সকল তোমরা এই পত্র পাইবা মাত্র দুই জন মিথ্যা সাক্ষিদ্বারা নাবোতের এই অপবাদ দিবা, যে নাবোৎ ঈশ্বর ও রাজার নিন্দা করিয়াছে। তাহার পরে তোমরা নাবোতকে ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া গিয়া প্রস্তরাঘাত দ্বারা সংহার করিবা।

এই পত্র পাইলে পর যিষ্রিয়েল গ্রামের প্রধান লোক তদনুসারে করিয়া নাবোতকে সংহার করিল। পরে দূত পাঠাইয়া রাণীকে সংবাদ দিল যে নাবোৎ নষ্ট হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া রাণী রাজার কাছে গিয়া তাহাকে বলিল, হে রাজন, নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে গমন করুন; যেহেতুক নাবোতের মৃত্যু হইয়াছে। তাহাতে আহাব রাজা উঠিয়া সে দ্রাক্ষাক্ষেত্র অধিকার করিতে বাহিরে গেলেন।

এমন সময়ে পরমেশ্বর এলীয় ভবিষ্যদ্বক্তাকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি গিয়া আহাব রাজার সহিত সাক্ষাৎ কর, দেখ, সে নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে আছে, আর তুমি তাহাকে এই কথা বলিবা, হে রাজন্, ঈশ্বরের বাণী শুন, তুমি নির্দোষ ব্যক্তির রক্তপাত করিয়া তাহার ভূমি অধিকার করিয়াছ বটে, কিন্তু যে স্থানে কুক্কুরেরা নাবোতের রক্ত চাটিয়াছে সেই স্থানে কুক্কুরেরা তোমার রক্তও চাটিবে, আর তোমার বংশ নির্বংশ

[illegible] নষ্ট হইবে, তাহার এক জনও অবশিষ্ট থাকিবে না; তোমার বংশীয় তাবৎ লোক অপমান পূর্ব্বক হত হইয়া কুকুর ও পক্ষিদের ভক্ষ্য হইবে। আরও বলিল, ঈষেবল রাণীর শব যিষ্রিয়েল গ্রামের প্রাচীর সমীপে পতিত হইয়া কুকুরগণ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইবে। পরে এলীয় গিয়া ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে এই সকল কথা রাজার কর্ণগোচর করিয়া চলিয়া গেল। এই পাপিষ্ঠ আহাব রাজা ও ঈষেবল রাণীর প্রতি ঈশ্বরের বাক্য কিপ্রকারে ফলিল তাহা শুন।

ঐ ঘটনার কএক বৎসর পরে আহাব রাজা সুরিয়া দেশীয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। উভয় বিপক্ষ সৈন্যদল রণস্থলে উপস্থিত হইলে সুরিয়া দেশের রাজা আপন প্রধান ২ রথিদিগকে এই আজ্ঞা দিলেন, যে তোমরা অন্য কাহারো সহিত যুদ্ধ না করিয়া কেবল আহাব রাজার সহিত যুদ্ধ কর। পরে আহাব রাজা ভয়যুক্ত হইয়া আপন প্রাণ রক্ষা করিবার জন্যে সামান্য এক জন সৈন্যের বেশ ধারণ করিয়া রণে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে শত্রুরাজার রথি সকল তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া পাইল না, কিন্তু দৈবাৎ এক জন সামান্য সৈন্য ধনু ধরিয়া কাহাকে লক্ষ্য না করিয়া বাণ ছাড়িয়া দিল, তাহাতে সে বাণ আহাব রাজার শরীরের মধ্যে কবচ রহিত স্থানে প্রবেশ করিল। পরে রাজা সারথিকে কহিলেন, রথ ফিরাও ও সৈন্যশ্রেণীর পশ্চাতে যাও, কেননা আমি আঘাতী হইয়াছি। সারথি রাজার আজ্ঞানুসারে করিলে, রাজা সন্ধ্যাপর্য্যন্ত রথের উপরে বসিয়া

থাকিলেন, আর তাহার ক্ষতহইতে নিঃসৃত রক্ত রথেতে পড়িল। পরে আহাব রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন, আর তাহার সৈন্য সকল রাজার মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ স্ব২ গৃহে চলিয়া গেল। তৎপরে রাজভৃত্যেরা রাজার দেহ রাজধানীতে লইয়া গিয়া সেখানে কবর দিল, আর রক্তাক্ত তাহার রথ ও কবচ যিষ্রিয়েলের নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণীর ধারে ধৌত করিল, তাহাতে কুকুরেরা আসিয়া সে রক্ত চাটিয়া খাইল; যে স্থানে নাবোৎ হত হইয়াছিল, তাহারি নিকট সে স্থান।

আহাব মরিলে পর তাহার পুত্র অহসিয় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন। অহসিয় দুই বৎসর মাত্র রাজা ছিলেন, পরে কোন দিন আপন ঘরের গবাক্ষহইতে নীচে পড়িবাতে কিছু দিন পরে মরিলেন। আর তাহার ভাই যিহোরাম রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া বার বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলেন। দ্বাদশ বৎসরান্তে যেহূ নামে তাহার এক জন প্রধান সেনাপতি তাহার শত্রু হইয়া তাহাকে পদচ্যুত করিবার জন্যে সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজধানীতে আগমন করিল। যিহোরাম রাজা দূরে থাকিয়া তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার আগমনের অভিপ্রায় না জানিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। পরে নাবোতের ক্ষেত্রের নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা যেহূকে বলিলেন, হে যেহূ সকল কুশল। যেহূ বলিল, কি কুশল, তোমার মাতা ঈষেবল দিনে২ পাপরাশি করিতেছে, আর তুমি তাহার সহায় হইতেছ তবে কেমন করিয়া কুশল হইতে

তাহার শরীর ছারখার হইল ও তাহার রক্তের ছিটা প্রাচীরে ও যেহূর ঘোড়ার গাত্রে লাগিল। আর যেহূ মৃতদেহের উপর দিয়া রথ চালাইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গিদের সহিত ভোজন পান করিলে পর যেহূ কএক জনকে বলিল, তোমরা এখন গিয়া ঐ শাপ-গ্রস্ত নারীর দেহ তুলিয়া কবর দেও, কেননা সে তো রাজকন্যা। তাহারা গেলে পর দেখিল, ঈষেবল রাণীর দেহ কুকুরে খাইয়াছে, কেবল মাথার খুলী ও দুই পা ও হাত অবশিষ্ট আছে। তাহাতে তাহারা ফিরিয়া আসিয়া যেহূকে এই সংবাদ দিল। তখন সে বলিল, পরমেশ্বর আপন দাস এলীয়ের দ্বারা যে কথা কহিয়াছিলেন, যিষ্রিয়েলের ভূমিতে কুকুরগণ ঈষেবল রাণীর শব ভক্ষণ করিবে, সে কথা এখন পূর্ণ হইল। পরে যেহূ আহাব বংশজাত যত লোক ছিল সকলকে সংহার করিয়া আপনি রাজা হইল।

ইহাতে এই জানা যায় যে দুষ্ট ও দৌরাত্ম্যকারি লোক চিরকাল কুশলে থাকে না, তাহারা অবশ্য ২ কুকর্ম্মের ফল ভোগ করে। এবং ঈশ্বরের বাক্য অমোঘ, তিনি যাহা বলেন তাহাই ঘটে; স্বর্গ ও পৃথিবী বরং লুপ্ত হয় ঈশ্বরের বাক্য কখন লুপ্ত হয় না।

ইতি জ্ঞানারুণোদয় পুস্তক সমাপ্ত।